মেহেরপুর জেলা হেযবুত তওহীদের কর্মী সম্মেলন ও পরিচিতি সভা

মেহেরপুর জেলা হেযবুত তওহীদের উদ্যোগে কর্মী সম্মেলন ও জেলা কমিটির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার সকাল ১০ টায় মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারে এ কর্মী সম্মেলন ও পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা হেযবুত তওহীদের সভাপতি সাহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিজাম উদ্দীন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, হেযবুত তওহীদের খুলনা বিভাগীয় সভাপতি তানভীর আহমেদ, কুষ্টিয়া আঞ্চলিক সভাপতি জোসেব উদ্দীন, কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রম ও কর্মসংস্থান বিষয়ক সম্পাদক শরিফুল ইসলাম।

এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা হেযবুত তওহীদের সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মাহমুদ, খুলনা বিভাগীয় নারী সম্পাদক জেরিন সাইয়ারা, মেহেরপুর জেলা নারী সম্পাদক তানজিমা খাতুন রুমা প্রমূখ।

অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বেই জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা হেযবুত তওহীদের শত শত নেতা কর্মীরা অনুষ্ঠানস্থলে ভিড় জমায়। নেতা কর্মীদের উপস্থিতিতে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারে উৎসবমূখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে হেযবুত তওহীদের সাধারণ সম্পাদক নিজাম উদ্দিন বলেন, মানব জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে মানব রচিত বিভিন্ন তন্ত্র মন্ত্র প্রয়োগ করে বার বার ব্যর্থ হয়েছে। দিন দিন অন্যায় অশান্তি নৈরাজ্য বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। মূলকথা মানব রচিত বিধান দিয়ে কখনই শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। একমাত্র আল্লাহর দেওয়া বিধানই কেবল মানব জীবনে সামগ্রিকভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। মানব জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ আল্লাহর দেওয়া বিধান মেনে নিয়ে সেটাকে সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানান। এছাড়া আল্লাহর দেওয়া বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মাঠে ময়দানে ছড়িয়ে পড়ে মানব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বান জানান।

পরে মেহেরপুর জেলা হেযবুত তওহীদের নব-গঠিত ২২ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটির সভাপতি সাহারুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মাহমুদ।

উচ্চ আদালতের আদেশ অগ্রাহ্য; মেহেরপুরের পারিবারিক আদালতের বিচারককে তলব

উচ্চ আদালতের আদেশ অগ্রাহ্য করে আসামির বিরুদ্ধে গ্রেফতার পরোয়ানার অভিযোগে মেহেরপুরের সিনিয়র সহকারী জজ ও পারিবারিক আদালতের বিচারক মেহেদী হাসান মোবারক মুনিমকে সশরীরে হাজির হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে বলেছেন আদালত।

গত ২০ জুলাই বিচারপতি এসএম কুদ্দুস জামানের একক হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদেশের সূত্র ধরে গত ২২ জুলাই হাইকোর্ট বেঞ্চের ৭৯৪ নম্বর স্মারকে বিচারককে সশরীরে তলবের আদেশ পাঠানো হয়েছে। সোমবার (২৮ জুলাই) আদেশের কপি ডাকযোগে আদালতে এসে পৌঁছেছে।

এদিকে, তলবের আদেশের চিঠি পেয়ে মঙ্গলবার দুপুরে মামলা রিকল করে গ্রেফতারি পরোয়ানার আদেশ বাতিল করেছেন বলে বিবাদী আবু নাহিদ নিশ্চিত করেছেন।

উচ্চ আদালতের চিঠি সূত্রে জানা গেছে, ফ্যামিলি পিটিশন নম্বর ১৩/২০২২ এর আওতায় হাইকোর্ট গত ২৬ জুন একটি স্থগিতাদেশ জারি করে, যাতে বলা হয়, বিবাদী ৫ লাখ টাকা ছয় মাসে পরিশোধ করবেন, ততদিন মামলার কার্যক্রম স্থগিত থাকবে। কিন্তু এ স্থগিতাদেশ থাকা সত্ত্বেও গত ৭ জুলাই মেহেরপুর সদর উপজেলা পারিবারিক আদালতের বিচারক এবং সিনিয়র সহকারী জজ মেহেদী হাসান মোবারক মুনিম বিবাদী আবু নাহিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। বিষয়টি উচ্চ আদালতের মর্যাদা ও ন্যায়বিচার প্রক্রিয়াকে প্রশ্নের মুখে ফেলে।

রিটকারী পক্ষের আইনজীবী মো. শাহিদুর রেজা বিষয়টি উচ্চ আদালতের নজরে আনলে আদালত ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘উচ্চ আদালতের আদেশ অগ্রাহ্য করে কোন যুক্তিতে এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন একজন বিচারক?’ এ ঘটনায় উচ্চ আদালতের আদেশের সরাসরি অবজ্ঞা আখ্যা দিয়ে বিচারপতি এসএম কুদ্দুস জামানের একক বেঞ্চ সিনিয়র সহকারী জজ মেহেদী হাসান মোবারক মুনিমকে আগামী ১০ আগস্ট সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে সশরীরে হাজির হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাটি তাৎক্ষণিকভাবে বাতিলেরও নির্দেশনা দেওয়া হয়।

রিটকারী পক্ষের আইনজীবী মো. শাহিদুর রেজা বলেন, আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে পারিবারিক আদালতে এক আদেশে ১৫ লাখ টাকা পরিশোধের রায় হয়েছিল। আমরা হাইকোর্টে রিভিশন আবেদন করলে বিচারপতি ওই জরিমানা কমিয়ে ৫ লাখ টাকা নির্ধারণ করেন এবং সে অর্থ পরিশোধের জন্য ৬ মাস সময় দিয়ে মামলার কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করেন। অথচ উচ্চ আদালতের এ আদেশ উপেক্ষা করে মেহেরপুরের পারিবারিক আদালতের বিচারক মো. মেহেদী হাসান মোবারক মুনিম বেআইনিভাবে আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন।

তিনি আরও বলেন, পরবর্তীতে বিষয়টি আমরা হাইকোর্টের নজরে আনলে আদালত এতে উষ্মা প্রকাশ করেন এবং বিচারককে ১০ আগস্ট সশরীরে হাজির হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে হাইকোর্ট থেকে স্পষ্ট নির্দেশনা থাকলেও এখন পর্যন্ত সেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রিকল করা হয়নি। এতে আমাদের মনে হচ্ছে, নিম্ন আদালতের বিচারক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমার মক্কেলকে হয়রানি করছেন।

চাঁদাবাজি করতে গিয়ে গ্যাড়াকলে সাংবাদিক রউফ, গণধোলাই শেষে সেনাবাহিনীকে সোপর্দ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামে পল্লী চিকিৎসকের কাছে দ্বিতীয় দফায় চাঁদাবাজি করতে গিয়ে আব্দুর রউফ (৫০) নামের এক

কথিত সাংবাদিককে গণধোলাইয় শেষে সেনাবাহিনীর হাতে সোপর্দ করেছে স্থানীয়রা। ওই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিকবার চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে বলে জানা গরছে।

আটকের পর আব্দুর রউফ নিজেকে মেহেরপুর থেকে প্রকাশিত দৈনিক আমাদের সূর্যোদয় পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে পরিচয় দেন এবং পরিচয় পত্র দেখান।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আতোয়ার রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ভুক্তভোগী গাংনী পৌরসভার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের পল্লী চিকিৎসক আব্দুল মাবুদ জানান, কথিত ওই সাংবাদিক আমার চেম্বারে গতকাল এসে সিভিল সার্জন এবং জেলা প্রশাসনের নাম করে নানাভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে বিশ হাজার টাকা চাঁদা নিয়ে যায়। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যাায় সে আবারো চেম্বারে আসে। এবার সে বলে, আপনাদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ সিভিল সার্জন এবং ডিসি অফিসে গেছে। সিভিল সার্জনকে ঠেকাতে হলে বিশ হাজার টাকাতে হবেনা। আবারও টাকা দিতে হবে। এক পর্যায়ে সে আরও ভয়ভীতি দেখায়। এঘটনার পর আমরা গাংনীর স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে কথা বলে আব্দুর রউফ নামে কোনো সাংবাদিক আছে কিনা। তারা জানান, এই নামে কোনো সাংবাদিক নেই। এরপর আমরা তার কাছ থেকে পরিচয় পত্র দেখতে চাই। এক পর্যায়ে সে মেহেরপুর থেকে প্রকাশিত দৈনিক আমাদের সূর্যোদয় পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টারের পরিচয় পত্র দেখান। পরে স্থানীয় জনতা তাকে গণপিটুনি দিয়ে গাংনী সেনাবাহিনীর হাতে সোপর্দ করেন।

এঘটনায় চাঁদাবাজির অভিযোগে গাংনী থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

এদিকে জানা গেছে, কথিত ওই সাংবাদিক আব্দুর রউফের বাড়ি ভারতে। সে বৈবাহিক সূত্রে মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়াতে বসবাস করে আসছেন। সে প্রথমদিকে নিজেকে চিকিৎসক দাবি করতেন। নিজের নামের সাথে ডাক্তার যুক্ত করে ডাক্তার আব্দুর রউফ লিখতেন। পরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে জরিমানা আদায় ও ভূয়া ডাক্তারখানা বন্ধের নির্দেশ দেন। পরে সে নিজেকে সাংবাদিক বনে যান। ২০২৩ সালে মেহেরপুর শহরের এক সার ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে চাঁদাবাজি করে। পরে সেটি ফেসবুকে ভাইরাল হলে ওই সার ব্যবসায়ীর পা ধরে ক্ষমা চাইতে দেখা যায়। গত বছরে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়াতে চাঁদাবাজি করেন। পরে তিনি থানায় অভিযোগ দিলে পা ধরে

মাফ চান এবং টাকা ফেরত দিয়ে আসেন।

স্থানীয়রা আরও জানান, আব্দুর রউফ এলাকার বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্লিনিকসহ বিভিন্ন স্থানে চাঁদা দাবী করে আসছেন। সূর্যোদয় কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় তিনি চাঁদাবাজীতে লাগামছাড়া হয়েছেন। বিভিন্ন অফিস-দপ্তরে গিয়ে নানা ধরণের হুমকি-ধামকি দিয়ে চাঁদা দাবী করে আসছেন। চাঁদা না দিলে বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে সংবাদও প্রকাশ করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা ও পৌর বিএনপির কাউন্সিল ৯ আগস্ট, তফসিল ঘোষণা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির মেহেরপুর সদর উপজেলা শাখা ও পৌর শাখার নির্বাহী কমিটি গঠনের লক্ষ্যে আগামী ৯ আগস্ট কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে।

এ উপলক্ষে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলামের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র বিতরণ ও বিক্রয় ৩০ জুলাই, মনোনয়নপত্র জমা ৩১ জুলাই, মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই ৩১ জুলাই, প্রাথমিক খসড়া প্রার্থীতালিকা প্রকাশ ৩১ জুলাই, আপত্তি গ্রহণ ও আপিল ১ আগস্ট, আপিল শুনানি ও নিষ্পত্তি ১ আগস্ট, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২ আগস্ট, চূড়ান্ত প্রার্থীতালিকা প্রকাশ ও প্রতীক বরাদ্দ ২ ও ৩ আগস্ট।

সম্মেলন ও ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে।
ভোটগ্রহণ শেষে সেদিনই ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরের ড.গাজী রহমানকে ঢাকায় সংবর্ধনা প্রদান

ঢাকা থেকে প্রকাশিত ইংরেজী পত্রিকা বাংলাদেশ ডায়েরী পত্রিকার ৪র্থ বর্ষপূতি উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে মেহেরপুরের বিশিষ্ট কবি, লেখক ও গবেষক ড. গাজী রহমানকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। গত শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৩টায় বাংলাদেশ জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা দৈনিক বাংলাদেশ সমাচার এর সম্পাদক ও প্রকাশক, ড. খান আসাদুজ্জামান। জানা গেছে, ড. গাজী রহমানকে তিনি তার মাসিক অপরাজেয় বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করেছেন।

ড. গাজী রহমান একজন গুণী মানুষ। ঐতিহ্যবাহী মেহেরপুরে তার বসবাস। কবিতা লিখেন চমৎকার। কবিদের কবিতা নিয়ে গবেষণা করেন। বক্তব্য রাখেন সুন্দর। সংগঠক হিসেবে তার নাম আছে। মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠায় তার গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রয়েছে। তিনি সে সময়ে এই কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছিলেন।

তার জন্ম ১৯৫৮ সালের ১ জানুয়ারী কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানার গোড়ার পাড়া গ্রামে। তবে দীর্ঘকাল ধরে তিনি মেহেরপুরে নিজের বাড়ি করে বসবাস করছেন। মা: মৃত সালেহা খাতুন। বাবা: মৃত ইছাহক বিশ্বাস। তিনি মেহেরপুর সরকারি হাইস্কুল ও মেহেরপুর সরকারি কলেজে পড়াশুনা করেন এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ থেকে বিএ সম্মান ও এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের রবীন্দ্রভারত বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ থেকে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তার গবেষণার বিষয় ছিল ‘স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের কবিতা’। পরে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট. ডিগ্রী অর্জন করেন।

গবেষণা গ্রন্থ: স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের কবিতায় সমাজচেতনা (২০১২) ও রবীন্দ্র থিয়েটার: থিয়েটার-সংযোগের নতুন মাত্রা(২০১৩)। কাব্যগ্রন্থ: মধ্যাহ্নে চরণ ধ্বনি(১৯৯২), বলাকা ধবল উত্তরীয় (২০১৫), ত্রিমোহনা (২০১৫), ত্রিনয়ন (২০১৯)। সম্পাদনা: সাবির মানস সন্ধান(২০০৪), প্রসঙ্গ: কাজী নজরুল

ইসলামের সাম্যবাদী ও চক্রবাক (২০১২), রূপসী বাংলা(২০১২), রবীন্দ্রনাথের কবিতা: প্রেম ও প্রকৃতি (২০১৫) ও জসীম উদ্দীনের রাখালী ও নক্সী-কাঁথার মাঠ: জীবনাভিজ্ঞতার শিল্পায়ন (২০১৯)।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু। শান্তাহার সরকারি কলেজ, বগুড়া তাঁর শেষ কর্মস্থল। তিনি নজরুল একাডেমী মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ও সাবির সঙ্গীত ও সমাজ কল্যাণ পরিষদের সভাপতি । দুই বাংলায় অতি পরিচিত মুখ। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সেমিনারের অতিথি ও আলোচক। অর্জন করেছেন কৃতি শিক্ষক ও মেহেরপুর জেলার কৃতি সন্তানের স্বর্ণপদক। তিনি বাংলা একাডেমি, ঢাকা; ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস ও ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস এর আজীবন সদস্য।

গাংনীতে সীমান্ত দিয়ে ১৮ বাংলাদেশিকে ঠেলে দিল বিএসএফ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ৭ জন নারীসহ ১৮ জনকে পুশইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

আজ মঙ্গলবার (২৯ জুলাই) দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্ত দিয়ে ৯ জন, সহড়াতলা সীমান্ত দিয়ে ৩ জন ও দৌলতপুর উপজেলার মথুরাপুর সীমান্ত দিয়ে ৬ জনকে পুশইন করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া ৪৭ বিজিবি’র দায়িত্বপূর্ণ কাজিপুর কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার হাবিবুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, কাজিপুর আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৪৫/৪-এস এবং ১৪৬ এর মাঝখান দিয়ে তাদের পুশ-ইন করা হয়।

তিনি আরও জানান, বাংলাদেশের এসব নারী-পুরুষ বিভিন্ন সময়ে ভারতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে বিভিন্ন কারাগারে ছিলেন। তাদের সাজা শেষ হওয়ার পর ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী সীমান্তের ওপারে জড়ো করে সুযোগ বুঝে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঠেলে দিয়েছে। তবে, পুশ-ইন হওয়া এসব ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক কিনা তা যাচাই-বাছাই করা

হচ্ছে।

এরা হলেন, নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার কাঞ্চনপুর গ্রামের রাজা শেখের ছেলে মহসিন শেখ (৩১), একই উপজেলার কাঠাধুড়ো গ্রামের টুটুল মোল্লার মেয়ে সাথি বেগম (২৪), নারায়ণগঞ্জ জেলার গাউছিয়া উপজেলার সাত্তার মিয়ার মেয়ে তানিয়া খাতুন, যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার ইদিয়া গ্রামের ইলিয়াছ শেখের ছেলে তুহিন শেখ, খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ইখরি গ্রামের ইদ্রিস মোল্লার মেয়ে ময়না বেগম, ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গি উপজেলার রতনদিঘী গ্রামের ইছাহাক আলীর মেয়ে ফাতেমা বেগম, একই জেলার রানীশংকৈল উপজেলার বলনচা গ্রামের আকবর আলীর ছেলে সোহেল রানা, নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার মাধবপাশা গ্রামের সিদ্দিক শেখের ছেলে বরকত শেখ, ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গি উপজেলার উজিরমনি গ্রামের ইদ্রিস আলীর ছেলে ইকরামুল হোসেন, চচপাড়া গ্রামের আব্দুল কাদেরের ছেলে হাসিবুল ইসলাম, কাচকালি গ্রামের হামিদের ছেলে জাকির আলী, বারিশা গ্রামের সোবহানের ছেলে শাহ আলম, কাশিপুর গ্রামের ছলিমুদ্দীনের ছেলে আব্দুল কাদের, কেরবাড়ি গ্রামের ইব্রাহিমের ছেলে উসিরুল ইসলাম, নড়াইল জেলার বিষ্ণুপুর গ্রামের হাসমত খানের স্ত্রী লতা শেখ, বিষ্ণুপুর গ্রামের হাসু মোল্লার ছেলে রমজান মোল্লা, মেয়ে আফরোজা কানন, ছেলে রমজান মোল্লা এবং রমজান মোল্লার স্ত্রী স্মৃতি বেগম।

বিজিবির পক্ষ থেকে বিকেলে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়, কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) মথুরাপুর বিওপিতে কর্মরত হাবিলদার রবিউল ইসলামের নেতৃত্বে একটি টহল দল আজ বেলা সাড়ে ১২টার দিকে সীমান্ত মেইন পিলার ১৪১ হতে ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মথুরাপুর বাঁশবাগান এলাকা থেকে ৬ জনকে, শেওড়াতলা বিওপির টহল কমান্ডার হাবিলদার রফিকের নেতৃত্বে একটি টিম আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলারের নিকট থেকে ৩ জন এবং কাজিপুর বিওপির টহল দল সুবেদার হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৪৫ ও ১৪৬ এর মাঝখান থেকে ৯ জনকে আটক করেন।

এ নিয়ে বিএসএফকে প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তবে এখনও তাদের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। সাড়া পাওয়া গেলে নো ম্যানস ল্যান্ডে পতাকা বৈঠক করা হবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ভৈরব নদের পানির নিচ থেকে উঠে আসছে তেলজাতীয় পদার্থ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বন্দর গ্রামে ভৈরব নদের পানির নিচ থেকে অজ্ঞাত উৎস থেকে তেলজাতীয় পদার্থ ভেসে উঠছে। মঙ্গলবার (২৯ জুলাই) সকাল থেকে বন্দর গ্রামের কফি হাউজ সংলগ্ন নদীপাড়ে এ দৃশ্য দেখা যাচ্ছে, যা এলাকাবাসীর মধ্যে কৌতূহলের পাশাপাশি উদ্বেগও তৈরি করেছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, নদীর কিনারা ঘেঁষা হাঁটুসমান পানির নিচ থেকে তেল জাতীয় এক ধরনের পদার্থ ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসছে এবং তা পানির ওপরে ছড়িয়ে পড়ছে। পদার্থটি দেখতে অনেকটা ডিজেলের মতো এবং এর গন্ধও ডিজেলের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

স্থানীয়রা জানান, বাঁশ বা লাঠি দিয়ে নদীর তলদেশে চাপ দিলে আরও বেশি পরিমাণে তেলজাতীয় পদার্থ উঠছে। এটি কোথা থেকে আসছে—তা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারছে না।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. খায়রুল ইসলাম। তিনি বলেন, “বিষয়টি আমরা গুরুত্ব সহকারে দেখছি। ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট পরিবেশ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।”

এদিকে, স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত এই তেলজাতীয় পদার্থের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে পাঠানো হোক এবং উৎস চিহ্নিত করে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা হোক।